দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 29 APR 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 6

# পণ্ডিত মশাই'র পাঠশাল

নদীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছোট্ট গ্রাম। নামকরা নয়, চেনার কথা নয় কারও। দক্ষিণে সুন্দর বন। পথ নেই, ঘাট নেই, যেন বাইরের জগতের আলো-হাওয়ার প্রবেশ নেই। অজ পাঁড়াগাঁ বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা। আপন মনে আপন আবর্তে কাল কাটাচ্ছেন এখানে সহজ সরল সাধারণ মানুষরা। চাওয়া-পাওয়ার দাবী-দাওয়া নেই, নেই কোনও হিসাব-নিকাশ। অল্পে তুষ্ট মন, বাছ বিচার নেই কে ধনী কে নির্ধন— লক্ষ্যহীন গতানুগতিকতার ডোরে বুঝি জীবনের অষ্টপ্রহর বাঁধা।

এই গাঁয়েই আছে এক আশ্চর্য শিশু বিদ্যাপীঠ, নাম 'পাঠশাল'। একক ও কেন্দ্রীয় চরিত্র এর পন্ডিত মশাই; খগেন মন্ডল তাঁর পুরো না, কিন্তু ও নামে চেনেন না অনেকেই। উদাম গা, হাতে লাঠি, সুর করে পাঠদানে ব্যস্ত— এই পন্ডিত মশাই'র কাছে জীবন তাঁর শিশু শিক্ষার্থীরা। ষাট বছরের বৃদ্ধ ও মানুষটির জীবন কেটেছে ও কাটছে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে; তাদের বুঝিয়ে, শাসিয়ে, পড়া তৈরি করে দিয়ে। এরা দূরের নয়, কাছে পিঠের, পাড়ার। সংখ্যা বেশী না, মাত্র শ'খানেক। দিনে দু'বার ক্লাস বসে, সকালে আর বিকালে। সম্পদও সাদামাঠা, তালপাতা, কয়লার কালির দোয়াত কিংবা কাঠের সেট, চক। শ্রেণী দ্বিতীয় মান পর্যন্ত। নার্সারি নেই, প্লে-গ্রুপ নেই; নেই কেজি ওয়ান, টু— আছে শুধু প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণী।

ছাত্ররা বসে নিচে আসন পেতে। পন্ডিত মশাই চৌকিতে, হাতে লাঠি নিয়ে। শিশুরা জোরে জোরে পড়া মুখস্থ করে; এ মুখস্থের মধ্যে সুর আছে। পন্ডিত মশাই সেই সুরের মধ্যে দিয়ে ছাত্রের মনোযোগ আঁচ করে নেন; বে-সুরো ঠেকলে লাঠি উঁচিয়ে ভয় দেখান। কখনও তিনি ঠেস্ দিয়ে বসেন, উদাস তাকিয়ে কী যেন ভাবেন; পরক্ষণেই বাস্তবে ফিরে আসেন, অবোধ শিক্ষার্থীদের নিয়ে হৃদয় ভরে নেন।

বিনিময়ে এই খগেন মন্ডল কী পান? টাকা-কড়ি ধন-দৌলত নয়, মাত্র কিছু খাদ্যসম্ভার। চাল, তরকারি, মাছ। মাসিক কিস্তিতে এক পেয়ো চাল, মাছও এক ঝোলের। ব্যস. এই। ঘরবাড়ি নেই। আচ্ছাদন যা আছে, ঝড়ে উড়ে যায় প্রায় প্রায়ই। ফের তুলে ফেলেন নিজেই— সাহায্য করেন কেউ কেউ। এই জন্যই খগেন বাবুর মনে ক্ষোভ নেই। তিনি মনে করেন, তিনি তবু ভালোই আছেন। প্রাণপ্রিয় ছাত্র, তাদের শিক্ষা ও সাহচর্য এবং তাদের কাছ থেকে পাওয়া খাদ্য। মান পরিমাণ তাঁর কাছে বড় নয়; তিনি ভাবেন— একটা পেট, এতেই তো চলে যায়।

তবে কি পন্ডিত মশাই অনুভূতিহীন? ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্বিকার? এখানেই থেমে থাকতে সাধ তাঁর? বিকাশের স্বপ্ন কি বাসা বাঁধে না তাঁর মনে? না, তা কেন! খগেন মন্ডলেরও তো মন আছে, সে মনে আছে আশা-প্রত্যাশা। তবে তা হিমালয়সম কিছু নয়। তিনি এমন কিছু কামনা করেন না, যা কোনও দিন পাওয়া যাবে না। তাই তো তাঁর ছোট বিদ্যানিকেতনটি একদিন সরকার নেবেন। এমন কল্পনাও তাঁর মধ্যে জাগে না। তিনি চান শুধু বিদ্যানিকেতনটি টিকে থাকুক; গাঁয়ের অবুঝ শিশু-কিশোররা অন্তত প্রাথমিক জ্ঞানটুকু লাভ করুক, তারা সংখ্যায় বাড়তে থাকুক, শিক্ষার জন্য মায়া বাড়ুন— তবেই সমাধান আসবে আপনা থেকে স্বাভাবিক পথে। সেই সুবর্ণ দিনে হয়তো খগেন একটু বেশী করে চাল পেতে পারবেন, পাবেন ভালো তরিতরকারি মাছ। হয়তো বছর শেষে জুটে যাবে জোড়া পরনের কাপড়। খগেন বাবু জীবনের শেষ দিনগুলোতে একটি স্বস্তি পাবেন, সচ্ছলতা পাবেন।

কেবল এই-ই নয়। প্রশান্ত, সংযমী, দৃঢ়চিত্ত খগেন মন্ডলের সবচেয়ে বড় আশা তাঁর ছাত্রছাত্রীরা একদিন উচ্চশিক্ষা পাবে। তারা দেশের কল্যাণে নিবেদিত হবে। সেই স্বপ্নিল দিনে খগেন পন্ডিত শ্রম সার্থক হয়েছে বলে ভেবে শান্তি পেতে পারবেন? সুযোগ্য ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে অপরিসীম গৌরব লাভ করবেন?

প্রত্যন্ত অঞ্চলের বুড়িগোয়ালিনী বাজারের কাছের একটি ছোট্ট গাঁয়ের শীর্ণ দেহ নিয়ে, তা এক কথায় অবাক করার মতই বটে। আজকের দিনেও এমন নিঃস্বার্থ শিক্ষক আছেন? থাকতে পারেন? তা-ও সুদূর কোন্ এক নাম-না-জানা অঞ্চলে? যেখানে ছাত্রদের জীবনের মনে আজও বন্দী হয়ে আছে তালপাতা আর স্লেটে, যেখানে শিক্ষক উদাস গায়ে পোয়াটেক চালের প্রতিদানে নিরলস শ্রমে আর বুক ভরা আশায় জ্ঞানের আলো বিলিয়ে চলেছেন?

গত পরশু দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত খবরের এ সচিত্র প্রতিবেদন ভাবনা নতুন করে জাল বোনে মনে। সব ধুয়েমুছে যায়নি এখনও তাহলে? এখনও এখানে শ্রদ্ধা আছে, বিদ্যান আছে, আছে শিক্ষাদানে সততা, শিক্ষার্থীদের জন্য মমতা, আছে শিক্ষকের জন্য অভিভাবকের ভালোবাসা!

'পন্ডিত মশাই' শব্দটিই এখন প্রায় উঠে যাচ্ছে। সম্বোধনের বিবর্তন কালের অবদান সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই মাধুর্য, সেই আন্তরিকতার যে লয় ঘটেছে, তা-ও তো বিচার করতে হবে কালের নিরিখেই। এ কেমন সময়, যা হরণ করে শিক্ষার্থীর সম্বোধন, শিক্ষকের সম্মোহন, পাঠের সম্মান, ভবিষ্যতের স্বপ্ন?

আজ ছাত্র-ছাত্রীরা পন্ডিত মশাই কে বা পন্ডিত মশাইদের চেনে না, জানে না তাঁদের চারিত্রিক মাহাত্ম্য। পরিচয় নেই অমন নির্লোভ সৎ মানুষের সঙ্গে। যাঁরা অনায়াসে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। নিজের সংসার সন্তান সবই ছিল তাঁদের কাছে পরে-গণ্য ছাত্র-ছাত্রিই ছিল প্রকৃত সন্তানতুল্য। বিদ্যালয় জুড়ে অমন দু'একজন পন্ডিত মশাই ছিলেন যথেষ্ট। তাঁদের আপোষহীন কাঠিন্য ছাত্রদের পথচ্যুত হওয়ার অন্তরায় ছিল। পড়ালেখা ক্লাসেই তৈরি হতে হত। অংক, ইংরেজী, বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান। পাঠ, পাঠ্য বিষয়, বিদ্যাপীঠ বিদ্যার্থী --এই ছিল নিষ্ঠাবান পন্ডিত মশাইর ধ্যান জ্ঞান। এই বিশেষ ধরনের শিক্ষকরা এখন মনে হয় বিদ্যালয়গুলো থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছেন।

পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং সমীচীন। কিন্তু তা তো নেই, পরিবর্তন যা অপেক্ষাকৃত উন্নত বলে স্বীকৃত ও বিবেচিত। একথা ঠিক, এখন এ মুহূর্তে পন্ডিত মশাইদের শত খুঁজেও পাওয়া যাবে না। যাঁরা কেবল ছাত্র ও তাদের কল্যাণ চিন্তায় জীবনপাত করেছেন, বিনিময়ে কিছু চাননি, দরকারের বেশী কিছু দেয়ার প্রস্তাবও করার সাহস পাওয়া যায়নি। অনাড়ম্বর পোশাক, সাদাসিধে জীবনধারা, আরও সাধারণ খাওয়া-দাওয়া, পন্ডিত মশাইদের এ যুগের, এই প্রজন্মের শিক্ষার্থী কল্পনাও করতে পারবেনা।

ছাত্র-ছাত্রী একদিন মানুষ হয়ে দেশ জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আজ নিঃস্বার্থভাবে কাঠিন্যে-মমতায় ছাত্রের জন্য দিনরাত খেটে যাওয়ার কথা এখন রূপকথাই মনে হয়। এখন শিক্ষকও বদলে গেছেন, বদল হয়েছে শিক্ষার্থীরাও। "শিক্ষকের পটপরিবর্তনটাই হয়েছে" 'আগে," ছাত্রের পালাবদল পরে।

শিক্ষক-ছাত্র উভয়ই পরিবেশের ক্রীড়নক, একথা সত্য। এ-ও সত্য, সাধারণ জীবনযাপন এখন মর্যাদা বাড়ায় না বলে তা অবলম্বনের নয়, আকর্ষণের নয়। তাই শিক্ষক ছাত্রের পরিবারের কাছ থেকে নামেমাত্র প্রতিদিন জীবনদান করবেন, এ-ও প্রত্যাশিত কি করে হয়! বর্তমানে যে সংকট ও অনিশ্চিয়তা জীবনধারণের ক্ষেত্রে, তা সমানভাবে আক্রান্ত করছে শিক্ষককে ও শিক্ষার্থীর বাবাকে। করছে বিদ্যালয়ের সর্বস্তরের কর্মী ও কর্মচারীকে। এই অবস্থায় কৃচ্ছ্রতা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

পেটে খেলে পিঠে সয়। অতোটা দরকার নেই। ন্যূনতম ধাঁচে জীবনধারণের গ্যারান্টি শিক্ষককে শিক্ষক তৈরি করতে পারে, পারে তাঁর উদ্যম ও উদ্যোগ বাঁচিয়ে রাখতে। সেই সঙ্গে থাকা চাই শিক্ষার্থীদের সাবলীল সাহচর্য ও সুন্দর আনুগত্য। শিক্ষকের চাওয়া আজও বেশী কিছু নয়। সাতমহল্য বাড়ি, শতনরী হার বা সাগর মসৃণ করা সম্পদ বৈভব এখনও অধিকাংশ শিক্ষকের কাম্য নয়। এখনও শিক্ষক নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশ বিনাপ্রতিবন্ধকতায় কর্তব্য পালন করতে চান, চান ছাত্রদের কাছে পেতে, বুকে রাখতে।

গোলটা এখানেই। আমাদের পরিবেশ ছাত্রদেরকে শিক্ষকের কাছে থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দূরে কোথাও; শিক্ষক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন শিক্ষার্থী থেকে একটু একটু করে-- যেন দুটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র প্রান্ত, দেয়া-নেয়া এখন কট্টর চাঁচাছোলা অর্থে, আবেগ দিয়ে নীতি দিয়ে নয়। শিক্ষক ছাড়া ছাত্র শব্দটিই অসম্পূর্ণ, তেমনি সম্পূর্ণ নয় ছাত্র ছাড়া শিক্ষকও। এজন্যই এ দুটো শব্দ রিলেটিভ টর্মে, কিন্তু আজকের স্বাতন্ত্র্যবাদের জগতে এই সম্পর্কযুক্ত শব্দের কী ব্যঞ্জনা আর আছে?

অতীত বর্তমানের ভিত। শক্তি ভবিষ্যতের। অতীতের ভাবধারা হুবহু প্রত্যাবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। নতুন সংযোজন করে অতীতের ভালটুকুর নির্মাণ নিয়েই যদি পরিবর্তন ঘটানো যায়, তবেই তা ফলপ্রসূ হয়; কিন্তু এই সমাজের ধ্যানদর্শন এমন যে মনে হওয়া বিচিত্র নয়, যা কিছু আগের তাই বর্জনের। অতীতে ভালর অস্তিত্ব নেই--সব ভাল জ্বলজ্বল করছে বর্তমানেই। এটাই হয়েছে কাল। এজন্যই এমন বিপর্যয়। আমরা শূন্য হয়ে যাচ্ছি দিনকে দিন, উগ্র আধুনিকতার নাগপাশে বর্তমানেই সত্য, চিরসত্য, এখানে কোনও কিছুর রেশ টানায় কল্যাণ বুঝি নেই।

এই রূপরেখা আর দিগদর্শনে আমরা বিভ্রান্তই হচ্ছি কেবল,সত্য খুঁজে মিছেই বেড়াই। আমাদের কর্মফলে আমরা উত্তরসূরীদের জন্য নির্লোভ, দূরদর্শী, নিষ্ঠাবান, আত্মত্যাগী পন্ডিত মশাইদের হারাই এবং একই সঙ্গে নতুন করে নতুন রূপে পন্ডিত মশাইদের আগমন ঘটাতে করুণভাবে ব্যর্থ হই।

—হোসনে আরা শাহেদ